দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 SEP 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

শিক্ষকের অভাব ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মশিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শিক্ষকের অভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মশিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ১০০ নম্বরের পরীক্ষা নেয়া হয়। ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত নেয়া হয় ২০০ নম্বরের পরীক্ষা। সংখ্যালঘু ছাত্রদের জন্য ১০০ নম্বর ধর্ম এবং ১০০ নম্বর সংস্কৃত ভাষার জন্য নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর জন্য ধর্ম বিষয়ে ১০০ নম্বর নির্ধারিত আছে।

শিক্ষকের অভাবে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন শিক্ষাই পাচ্ছে না। তারা ধর্ম বিষয়ে নম্বর থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে।

১৯৮৮ সালে সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন করে কাব্যতীর্থ শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। কিন্তু তা করা হয়নি।

এ ব্যাপারে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, কাব্যতীর্থসহ ধর্মীয় শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানিয়ে বারবার সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য আবেদনও জানো হয়েছে। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায়নি বলে তারা উল্লেখ করেন।

শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির সমন্বয়কারী কাজী ফারুক আহমদ এই প্রতিনিধিকে জানান, ধর্মীয় শিক্ষাকে যখন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তখন ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দিতে সরকার আইনত বাধ্য। আমরা প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল ধর্ম বিষয়ে শিক্ষক নিয়োগ করার জন্য বারবার দাবি জানিয়েছি। কিন্তু সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছি বলে মনে হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে মনে হলো যে, তিনি এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে তিনি আশ্বাস দেন।